সাতক্ষীরা পিপল্‌স্ এসোসিয়েশন ঢাকা

[স্থাপিতঃ ১৬/ ১/ ৫৩খৃঃ]

সমিতির গঠন- তন্ত্র

সমিতির দফ্‌তরঃ ৪নং সেগুন বাগিচা, রমনা, ঢাকা।

সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ, ১৯৫৪ খৃঃ

(দ্বিতীয় বর্ষ)

স্থায়ী সভাপতি

আল্‌হাজ্জ খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা
এম. এ; আই. ই. এস্ (অবসরপ্রাপ্ত)

সহ-সভাপতি

অধ্যাপক আবদুল ওয়াজেদ খান্ চৌধুরী
এম. এ; বি. টি; ই. পি. সি. এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডাঃ আবদুল কাদের
এম. বি; ডি. এ (লন্ডন), এম. আর. সি. পি. এণ্ড এস (ইংল্যান্ড)

সাধারণ সম্পাদক

জনাব এস. এইচ. বি. মনসুর আহ্‌মদ; বি, এ (অনার্স্)

বিভাগীয় সম্পাদক

জনাব এম এ রহমান; বি. এস সি; এল্ এল্. বি
(শিল্প, যানবাহন ও পূর্ত্তবিভাগ)
জনাব এম. এম. ফারুকী, বি. এ; এল্ এল্, বি
(জনস্বাস্থ্য, উন্নয়ন, বাণিজ্য, সমাজ কল্যাণ ও পুনর্ব্বাসন)
জনাব আহমদ আলি, বি. এ
(ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ)

কোষাধ্যক্ষ

জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ, বি. এ,

সাতক্ষীরা পিপল্‌স্ এসোসিয়েশন, ঢাকা

সমিতির গঠন-তন্ত্র

নাম

১। অত্র সমিতি "সাতক্ষীরা পিপল্‌স্ এসোসিয়েশন, ঢাকা," নামে অভিহিত হইবে। গঠনতন্ত্রের অপরাপর ধারায় ইহাকে শুধু 'সমিতি' বলা হইবে।

কার্য্যালয়

২। "সাতক্ষীরা পিপল্‌স্ এসোসিয়েশন, ঢাকার" প্রধান কার্য্যালয় ঢাকা নগরীতে অবস্থিত।

উদ্দেশ্যাবলী

৩। (ক) রাজনীতির সহিত এই সমিতির কোনরূপ সংস্রব থাকিবে না।

(খ) ঢাকা প্রবাসী সাতক্ষীরা মহকুমার অধিবাসীদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্দ্য ও সহানুভূতি স্থাপনের প্রচেষ্টা।

(গ) সাতক্ষীরাবাসীদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ প্রচেষ্টা; যথা ঃ ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, সংহতি-বিধান ও সাধারণ উন্নতির সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন এবং দুঃস্থ ও বেকারদের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা।

(ঘ) ঢাকাস্থ " খুলনা সমিতির" কর্মপ্রচেষ্টাকে এই সমিতি সাধারণতঃ সাহায্য করিবে, এবং বিশেষভাবে সাতক্ষীরা মহকুমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকর জন-কল্যাণজনক উদ্দেশ্য সাধন করা এই সমিতির মূখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

সাধারণ সদস্য

৪। মাসিক চারি আনা হারে বার্ষিক তিন টাকা চাঁদা দিলে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষ ১৮ (আঠার) বৎসর বা তদুর্দ্ধ বয়স্ক অথবা ম্যাট্রিকুলেশন্ পাস্ ঢাকা প্রবাসী সাতক্ষীরা মহকুমার অধিবাসী অথবা ' মোহাজের' প্রত্যেক পুরুষ অথবা নারী এই সমিতির সাধারণ সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

আজীবন সদস্য

৫। সাতক্ষীরার যে কোন ব্যক্তি এককালীন ন্যূনকল্পে ৫০ পঞ্চাশ টাকা দান করিলে সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমিতির আজীবন সদস্য (Life member) হইতে পারিবেন।

পৃষ্ঠপোষক

৬। সদাশয়, দানশীল ও সহানুভূতি সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি সমিতিকে এক-

কলীন ১০০ একশত টাকা দান করিলে কিম্বা সমিতিকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমিতির পৃষ্ঠপোষক রূপে (Patron) গণ্য হইতে পারিবেন।

সমিতির বর্ষ

(৭) জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সমিতির বৎসর গণনা করা হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ

(৮) বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের একুশ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদে সাতক্ষীরা মিউনিসিপ্যালিটী ও সাতটি থানা হইতে অন্ততঃপক্ষে দুই জন করিয়া সদস্য থাকা বাঞ্ছনীয়। কতিপয় ছাত্র এবং মোহাজের প্রতিনিধিকেও উক্ত পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। বার্ষিক সাধারণ সভা উক্ত নবনির্ব্বাচিত কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের মধ্য হইতে একজনকে 'কন্‌ভেনার' (convener) বা আহ্বায়ক মনোনীত করিয়া দিবেন; এবং তিনি দুই সপ্তাহের মধ্যে নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের প্রথম সভা আহ্বান করিবেন। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত নয় জন কর্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইবেন।

(১) সভাপতি- একজন (২) সহসভাপতি - তিনজন

(৩) সাধারণ সম্পাদক - একজন (৪) বিভাগীয় সম্পাদক- তিনজন

(৫) কোষাধ্যক্ষ- একজন

সমিতির চার্জ্জ হস্তান্তর

(৯) কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের কর্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনের ১৫দিনের মধ্যে পূর্ববর্ত্তী সাধারণ সম্পাদকের নিকট হইতে নব-নির্ব্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সকল প্রকার চার্জ্জ বুঝিয়া লইবেন।

সভার কোরাম' *(Quorum)*

(১০) কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সাত জন সদস্য উপস্থিত হইলেই সভার 'কোরাম' (Quorum) হইবে; এবং নিয়মিত মোট সাধারণ সভা, জরুরী সাধারণ সভা, অতিরিক্ত সভা বা বিশেষ সাধারণ সভার 'কোরাম' হইবে। মূলতবী (Adjourned) সভার কোন 'কোরামের' আবশ্যক হইবে না।

সভার আলোচ্য বিষয় *(Agenda)*

১১। কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপিত কোন জরুরী প্রস্তাব অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে ঐ অধিবেশনে আলোচনা করা যাইবে। সভার

আলোচ্য বিষয়ভুক্ত না থাকিলে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ঐ সভায় আলোচিত হইতে পারিবে না ।

সভার নোটিশ

১২। (ক) কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভা আহ্বান করিতে নির্দ্দিষ্ট দিনের পাঁচ দিন পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে; কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের জরুরী সভা ২৪ ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা চলিবে। সভার নোটিশ বাহক মারফত অথবা পোষ্ট অফিসের সার্টিফিকেট অব্ পোষ্টিং সহ জারী করিতে হইবে; এইরূপ সার্টিফিকেট থাকিলেই নোটিশ আইনানুসারে জারী করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের জরুরী সভার নোটিশ বাহক মারফত জারী হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের জরুরী সভার নোটিশ অন্ততঃপক্ষে দুইখানি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াও আহ্বান করা যাইবে। কোন কোন সদস্যের নোটিশ না পাওয়াতে সভা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না। কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভা সাধারণতঃ মাসে একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) জরুরী সাধারণ সভা, অতিরিক্ত সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে সাধারণ সম্পাদক অন্ততঃ সাতদিন পূর্ব্বে সার্টিফিকেট অব্ পোষ্টিংসহ পোষ্ট অফিস যোগে অথবা বাহক মারফত নোটিশ দিবেন। উপরন্ত দুই খানি পত্রিকায় উক্ত নোটিশ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

(গ) বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিতে অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে। উপরন্তু দুইখানি দৈনিক পত্রিকায় উক্ত নোটিশ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা

১৩। বাৎসরিক সাধারণ সভা প্রত্যেক বৎসর সাধারণতঃ ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হইবে। বাৎসরিক সাধারণ সভায় আয় ব্যয়ের হিসাবসহ সমিতির বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন করা হইবে। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন বিশেষ সাধারণ সভা কিম্বা সাধারণ সভায় পাশ করিতে হইবে। যে সভায় নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইবে, উহাতে অন্ততঃপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিবেন এবং নোটিশের আলোচ্য বিষয়ভুক্ত রাখিতে হইবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্য্যকরী পরিষদের একুশ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

রিকুইজিশন্ (Requisition) সভা

১৪। (ক) সমিতির স্বার্থজড়িত কোন কারণে কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের দশজন সদস্য নোটিশ প্রদান করিলে -এই নোটিশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন; অন্যথায় পরবর্ত্তী সাত দিনের মধ্যে সভাপতি ঐ সভা আহ্বান করিবেন; ইহার ব্যতিক্রমে দাবীদারগণ যথারীতি নোটিশ দানে সভা আহ্বান করিতে ক্ষমতা পাইবেন। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন বিধায় সভাপতি সমিতির কল্যাণার্থ কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ বা বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(খ) যথারীতি তালিকাভুক্ত সমিতির ত্রিশ জন সাধারণ সদস্য সমিতির কল্যাণার্থ সাধারণ সভা আহ্বানের দাবী করিলে ঐ Requisition পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক ও তাহার পরবর্ত্তী ১৫ দিনের মধ্যে সভাপতি ঐ সভা আহ্বান করিবেন। তাহা না করিলে দাবীদারগণ উপরোক্ত সময়ের পর রীতিমত নোটিশ দানে সাধারণ সভা আহ্বান করিতে ক্ষমতা লাভ করিবেন। এইরূপ সভা যে সকল বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য আহ্বান করা হইবে, কেবল তাহাই বিবেচিত হইবে।

সমিতির কার্য্যবিভাগ

১৫। সমিতির যাবতীয় কার্য্য প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত হইবেঃ

(১) অর্থ, প্রচার ও সংগঠন বিভাগ।

(২) শিল্প, যানবাহন ও পূর্ত্তবিভাগ।

(৩) জনস্বাস্থ্য. উন্নয়ন, বাণিজ্য, সমাজ কল্যাণ ও পুনর্ব্বাসন বিভাগ।

(৪) ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।

অর্থ ,প্রচার, সংগঠন এবং বিবিধ অভাব অভিযোগের প্রতিকার বিষয়ক সাধারণ বিভাগের যাবতীয় ক্ষমতা সাধারণ সম্পাদকের উপর ন্যস্ত থাকিবে। অন্যান্য তিনটি বিভাগ বা সাব-কমিটি এক একজন বিভাগীয় সম্পাদকের উপর ন্যস্ত থাকিবে। সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে শেষোক্ত তিনটি সাব কমিটিতেই সদস্য থাকিবেন।

সাব-কমিটির গঠন ও কোরাম

১৬। কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ সমিতির যাবতীয় কার্য্যকে চারিভাগে বিভক্ত করিবেন এবং উহার প্রথম ও সাধারণ বিভাগ সাধারণ সম্পাদক স্বয়ং পরিচালনা

করিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্য তিনটি বিভাগ বা সাব-কমিটি এক একজন বিভাগীয় সম্পাদক পরিচালনা করিবেন। প্রত্যেক বিভাগীয় সাবকমিটি ন্যূনকল্পে পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং তিন জন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সভার 'কোরাম' হইবে। বিভাগীয় সাবকমিটির সভা মাসে অন্ততঃ পক্ষে একবার হইবে। কোন সদস্য একাধিক বিভাগে সদস্য হইতে পারিবেন না।

সভাপতির কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা

১৭। সাধারণতঃ সভাপতি সমিতির যাবতীয় সভা পরিচালনা করিবেন এবং সমিতির উন্নতিকল্পে যাবতীয় কার্য্য দেখিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ প্রয়োজন মনে করিলে সাধারণ সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য অন্য কোন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে পারিবেন। কোন বিতর্কমূলক সমস্যায় উভয় পক্ষের সমান ভোট হইলে সভাপতি একটি 'কাষ্টিং ভোট' (Casting vote) ব্যবহার করিতে পারিবেন। সভাপতির নির্দ্দেশমত সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করিলে সভাপতি স্বয়ং যথারীতি নোটিশ দিয়া সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সমিতির স্থায়ী সভাপতি জনাব আল্‌হাজ্জ খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা ছাহেবের উপর সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকিবার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। তিনি মহকুমার কল্যাণার্থ মহকুমার যে কোন স্থলে এই সমিতির প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন এবং ঢাকাস্থ মূল সমিতির অনুমোদনক্রমে মহকুমার যে কোন স্থানে সভাপতি অনুরূপ সমিতি গঠন করিবার পূর্ণ ক্ষমতাশীল থাকিবেন।

সহ-সভাপতির ক্ষমতা

১৮। সভাপতির অনুপস্থিতিতে যে কোন সহ- সভাপতি সভাপতির যাবতীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। বিভাগীয় সম্পাদকগণ পরিচালিত বিভাগীয় কমিটি সমূহের সর্ব্বপ্রকার বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি বা সহ-সভাপতির অবর্ত্তমানে কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ বা বিভাগীয় সাব-কমিটিসমূহ সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া বৈঠকের কার্য্যপরিচালনা করিবেন।

সাধারণ সম্পাদকের কার্য্য ও ক্ষমতা

১৯। (ক) সমিতির কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সাধারণ সম্পাদক দায়ী থাকিবেন।

(খ) সমিতির সর্ব্বপ্রকার সভা (কার্য্যকরী পরিষদ ও যে কোন সাধারণ

সভা) আহ্বান করিবেন। সভার নোটিশ জারি কবা. সভার কার্য্যবিবরণী রক্ষা করা. প্রেসে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া, চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি কার্য্যভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(গ) সভাপতির নির্দ্দেশ বা অনুমোদন না লইয়া সাধারণভাবে তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কোন চিঠিপত্র লিখিতে বা জওয়াব দিতে পারিবেন না।

(ঘ) সমিতির যাবতীয় কাগজপত্র ও ব্যাঙ্কের পাস্ বুক প্রভৃতি তাঁহার হেফাজতে থাকিবে এবং সে সকলের জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন।

(ঙ) তিনি সমিতির কার্য্যবিবরণী প্রস্তুত করিবেন ও কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাহা বার্ষিক সভায় পেশ্ করিবেন।

(চ) তিনি স্বয়ং চাঁদা আদায় করিবেন এবং অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা আদায়ীকৃত রসিদে স্বাক্ষর করিবেন। সমিতির পক্ষ হইতে সমস্ত বিলের টাকা দিবার অনুমতি দিবেন এবং কোষাধ্যক্ষ উহা দিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের বিনানুমতিতে সমিতির কার্য্যের জন্য স্বীয় দায়িত্বে তিনি ২০্ কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত হাতে রাখিতে ও ব্যয় করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্ত ব্যয়ের হিসাব কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে অনুমোদন করিয়া লইতে হইবে। ২০্ কুড়ি টাকার অতিরিক্ত হাতে আসিলে তিনি তাহা কোষাধ্যক্ষের নিকটে এক মাসের মধ্যে জমা দিবেন।

(ছ) যে কোন জরুরী কাজে তিনি সভাপতির সহিত পরামর্শ করিবেন।

(জ) তিনি স্বীয় কার্য্যকালে চাঁদাদাতাগণের এবং সমিতির সদস্যগণের নাম, ঠিকানা ও চাঁদার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ক 'রেজিষ্টার' রাখিবেন।

(ঝ) তিনি সমিতির যাবতীয় খরচের হিসাব রাখিবেন এবং প্রতিমাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় উহা দাখিল করিবেন।

(ঞ) তিনি স্বয়ং সমিতির অর্থ, প্রচার ও সংগঠন বিভাগ পরিচালনা করিবেন এবং সমিতির সমাজ-কল্যাণকর ও শিক্ষা বিষয়ক কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তিনি পদাধিকার বলে যাবতীয় বিভাগীয় সাব-কমিটি সমূহের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিভাগীয় সম্পাদকের দায়ীত্ব ও ক্ষমতা

২০। (১) শিল্প- যানবাহন ও পূর্ত্ত বিভাগ

একজন বিভাগীয় সম্পাদক এই বিভাগের সকল কার্য্য পরিচালনা করিবেন

এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাবকমিটির বৈঠক আহ্বান করিবেন। তিনি এই বিভাগের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দায়ী থাকিবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ও সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদকের কর্ত্তব্য পরিচালনা করিবেন। তিনি তাঁহার বিভাগীয় চিঠিপত্র তাঁহার বিভাগীয় সহ-সভাপতির অনুমোদন ক্রমে আদান প্রদান করিতে পারিবেন, কিন্তু উহা পরবর্তী কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। কোন জরুরী বিষয়ে তিনি তাঁহার বিভাগীয় সহ-সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাব-কমিটির সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। তিনি এককালীন পাঁচ টাকা রাখিতে ও ব্যয় করিতে পারিবেন; এবং পরবর্ত্তী কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভায় খরচের হিসাব পেশ করিয়া অনুমোদন করিয়া লইতে হইবে।

(২) জন স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, বাণিজ্য, সমাজকল্যাণ ও পুনর্ব্বাসন বিভাগ।

একজন বিভাগীয় সম্পাদক এই বিভাগের সকল কার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাব-কমিটির বৈঠক আহ্বান করিবেন। তিনি এই বিভাগের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দায়ী থাকিবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদক ও উপরোক্ত (১) নম্বরে বর্ণিত বিভাগীয় সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ও সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক ও বিভাগীয় সম্পাদকের কার্য্য পরিচালনা করিবেন। তিনি তাঁহার বিভাগীয় চিঠিপত্র তাঁহার বিভাগীয় সহ-সভাপতির অনুমোদনক্রমে আদান প্রদান করিতে পারিবেন; কিন্তু উহা পরবর্ত্তী কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। কোন জরুরী বিষয়ে তিনি তাঁহার বিভাগীয় সহ-সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাব কমিটির সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। তিনি এককালীন পাঁচ টাকা রাখিতে ও ব্যয় করিতে পারিবেন; এবং পরবর্ত্তী কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভায় উহা অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

(৩) ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। একজন বিভাগীয় সম্পাদক এই বিভাগের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং এতদসংক্রান্ত সাব-কমিটির বৈঠক আহ্বান করিবেন। তিনি এই বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন। সাধারণ সম্পাদক এবং উপরোক্ত (১) ও (২) নম্বরে বর্ণিত বিভাগীয় সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ও সভাপতির অনুমোদনক্রমে সমিতির সকল কার্য্য পরিচালনা করিবেন। তিনি তাঁহার বিভাগীয় চিঠিপত্র তাঁহার বিভাগীয় সহ-সভাপতির অনুমোদনক্রমে আদান প্রদান করিতে পারিবেন, কিন্তু উহা পরবর্ত্তী কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। কোন বিশেষ জরুরী বিষয়ে তিনি তাঁহার বিভাগীয় সহ-সভাপতির

অনুমোদনক্রমে সাব-কমিটির সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সমিতির কার্য্যের জন্য তিনি এককালীন পাঁচ টাকা রাখিতে ও ব্যয় করিতে পারিবেন; এবং পরবর্ত্তী কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভায় উহা পাস্ করাইয়া লইতে হইবে। একাধিক বিভাগ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে বিভাগীয় সম্পাদক চিঠি আদান প্রদান করিতে পারিবেন না, উহা সাধারণ সম্পাদক করিবেন।

সমিতির সদস্যপদ হইতে অপসারণ

২১। (ক) কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত কোন সদস্য পর পর চারিটি কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের এবং বিভাগীয় সাব-কমিটির সভায় উপস্থিত না হইলে সাব-কমিটি হইতে তাঁহার সদস্যপদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে; তবে চতুর্থ সভার পূর্ব্বে সাধারণ সম্পাদক বা বিভাগীয় সম্পাদক উক্ত সদস্যকে তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ দর্শাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন (Regd letter with A/D)। উক্ত শূন্যস্থানে কার্যনির্ব্বাহক পরিষদ বা বিভাগীয় কমিটির সভায় সদস্য মনোনয়ন (co-opt) করিয়া পূরণ করিতে পারিবেন। সন্তোষজনক কারণ বিবেচিত হইলে কার্যনির্ব্বাহক পরিষদ বা বিভাগীয় কমিটি ইচ্ছা করিলে উক্ত সদস্যকেও পুনরায় নির্বাচিত করিতে পারিবেন। কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সদস্য পদ বাতিল হইলে তিনি কোন বিভাগীয় কমিটির সদস্য থাকিতে পারিবেন না; তবে বিভাগীয় কমিটির সদস্যপদ বাতিল হইলে তাঁহার কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সদস্যপদ শূন্য হইবে কিনা, কার্যনির্ব্বাহক পরিষদ তাহা বিবেচনা করিবেন।

(খ) কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের কোন সদস্য সমিতির নিয়মতন্ত্রবিরোধী বা স্বার্থের হানিকর কোন কার্য্য করিলে কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভায় ১৫ জন সদস্যের ভোটে তাঁহাকে পরিষদের সদস্যপদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন। পরে এক মাসের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে অন্যথায় কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকিবে না।

(গ) কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের কোন সদস্য উপর্য্যুপরি চারি মাসের চাঁদা না দিলে কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাঁহার সদস্যপদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

কো- অপশন (*Co-option*)

২২। চল্‌তি বৎসরের কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে কার্যনির্ব্বাহক পরিষদ উক্ত শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য নূতন সদস্য নির্ব্বাচন (Co-option) করিয়া লইতে পারিবেন।

২৩। প্রত্যেক সাধারণ সদস্যের দেয় বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ তিন টাকা হইবে, এবং এককালীন বা এক টাকা হারে তিনবারে আদায় করা হইবে। কেবলমাত্র ছাত্র ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বার্ষিক চাঁদা এক টাকা হারে এককালীন বা দুইবারে আদায় করা হইবে। সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ বা চাঁদা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের নিকট প্রত্যক সদস্য চাঁদা জমা দিবেন এবং রসিদ লইবেন। কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের কোন সদস্য উপর্য্যুপরি চারি মাসের চাঁদা না দিলে পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল হইবে।

সমিতির তহ্‌বিল্

২৪। বার্ষিক চাঁদা ও এককালীন সাহায্য দ্বারা সমিতির তহ্‌বিল্ গঠিত হইবে। সমিতির মোহরযুক্ত ছাপান রসিদ-বহির সাহায্যে সমিতির সদস্যগণ চাঁদা আদায় করিবেন এবং আদায়ীকৃত চাঁদা সাধারণ সম্পাদকের নিকট একমাসের মধ্যে জমা দিবেন। কোন সদস্য আদায়ীকৃত চাঁদা একমাসের বেশী নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন না। সমিতির কোষাধ্যক্ষ তাঁহার নিকটে গচ্ছিত অর্থ এক মাসের মধ্যেই পোষ্ট অফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক বা সমিতির নির্দ্দেশক্রমে কোন Scheduled ব্যাঙ্কে জমা দিবেন; এবং সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যুক্তভাবে উক্ত Account operate করিবেন।

কোষাধ্যক্ষ

২৫। কোষাধ্যক্ষ সমিতির উপরোক্ত ২৪ ধারায় বর্ণিত কার্য্য করিবেন এবং রেজিষ্টার রাখিবেন। সাধারণ সম্পাদকের হাতে রাখিবার জন্য তাঁহার ২০্ কুড়ি টাকা তিনজন বিভাগীয় সম্পাদকগণের বাবদ প্রত্যেককে ৫ পাঁচ টাকা হারে ১৫ পনের টাকা, মোট ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকা কোষাধ্যক্ষের নিকটে চাহিবামাত্র সাধারণ সম্পাদককে দিবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন ব্যতীত তিনি কোন বিভাগীয় সম্পাদক বা সমিতির কোন সদস্যকে টাকা দিতে পারিবেন না। টাকা আদান প্রদান ব্যাপারে সাধারণ সম্পাদকের সহিত মতানৈক্য হইলে তিনি অচিরে উহা লিখিতভাবে সভাপতির গোচরীভূত করিবেন। কোন জরুরী বিষয়ে তিনি কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের অনুমোদনক্রমে অবিলম্বে সাধারণ সম্পাদককে টাকা প্রদান করিবেন।

বার্ষিক হিসাব পরীক্ষক

২৬। বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির হিসাব পরীক্ষার জন্য একজন অডিটর বা হিসাব পরীক্ষক নির্ব্বাচন করিতে হইবে। তিনি কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না।

অনুরূপ সমিতি গঠন

২৭। ঢাকাস্থ মূল সমিতির অনুমোদনক্রমে সাতক্ষীরা মহকুমার যে কোন

স্থানে বা অন্যত্র এই সমিতির অনুরূপ সমিতি গঠন করা যাইবে। সমিতির সভাপতি আল্‌হাজ্ব খানবাহাদুর আহ্‌ছান্‌উল্লা সাহেবের অনুরূপ সমিতি গঠন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে।

(জনাব আলহাজ্ব খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৮/২/৫৪ তারিখে পলাশী কলোনী কমন্‌রুমে সমিতির প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত।)

সমিতির কার্যনির্ব্বাহক পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ১৯৫৪ খৃঃ

১। জনাব ডাঃ এ, এম, এম, এলাহী বখ্‌শ, ই, পি, এম, এস্‌ (আপার)
২। জনাব মোহাম্মদ শফি খান্‌, বি, এস্‌ সি; বি, ই,
৩। জনাব নজীর আহমদ (মার্চ্চেন্ট)
৪। জনাব এ, এম, এম, ফজলুল করীম, বি, এ
৫। জনাব এ, কে, এম, মক্‌সুদুর রহমান্‌
৬। জনাব মোহাম্মদ আফজাল্‌ আলি, বি, এ
৭। জনাব শামসুল হক, বি, এ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
৮। জনাব মোহাম্মদ আবদুল অহাব, বি, এ,
৯। জনাব মোসলেম আহমদ
১০। জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক্‌। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ)
১১। জনাব মোহাম্মদ ছাখাওয়াতুল্লাহ্‌
১২। জনাব আবদুর রহমান, বি, এ

হিসাব পরীক্ষক

জনাব মোহাম্মদ এলাহী বখ্‌শ, বি, এ,।

বিভাগীয় সাব-কমিটি তিনটিতে নিম্নোক্ত ছয়জনকে সদস্য মনোনয়ন করা হইয়াছে।

১। জনাব মোঃ এহিয়া খান্‌ (দৈনিক আজাদ)
২। জনাব সিকান্দার আবু জাফর (দৈনিক ইত্তেফাক)
৩। জনাব আফতাবুদ্দীন আহমদ, বি, এ
৪। জনাব আবদুল কাদের, (ফজলুল হক হল)
৫। জনাব মঈনুদ্দীন আহমদ (ঢাকা মেডিকেল স্কুল)
৬। জনাব মনসুর আলি, বি, এ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)